অদূরদর্শী ব্যবস্থাপনায় অর্থনীতিতে বিশৃঙ্খলা

পল উলফোবিৎজ

আসজাদুল কিবরিয়া

বিশ্বব্যাংকের নবনিযুক্ত প্রেসিডেন্ট পল উলফোবিৎজ বাংলাদেশে তাঁর পূর্ব নির্ধারিত দু'দিনের সফর কমিয়ে সাড়ে আট ঘন্টায় সম্পন্ন করে চলে গেলেন। গত ২২ আগস্ট এই একটি ঘটনাই প্রমাণ করে দিল আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের অবস্থান কতোটা নিচে নেমে গেছে, বাংলাদেশের গ্রহণযোগ্যতা কতোটা কমে গেছে, বাংলাদেশের বিশ্বাসযোগ্যতা কতোখানি নষ্ট হয়েছে। অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান, যিনি কিনা বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) বিশ্বাসভাজন অনুগতজন হিসেবে চিহ্নিত, তিনি পর্যন্ত বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্টের সফরের শেষ মুহূর্তের পরিবর্তনকে রদ করতে পারলেন না। ১৭ আগস্ট দেশজুড়ে বোমা বিস্ফোরণের পর বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্টের সফর সংক্ষিপ্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে সাইফুর রহমানের সকল বাগাড়ম্বর ও দম্ভ একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য সংবাদপত্রকে বারবার গালমন্দ করেও সাইফুর কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারলেন না। ১৭ আগস্টের বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা সারা দুনিয়ায় তাবৎ প্রচারমাধ্যম যেভাবে প্রচার ও প্রকাশ করেছে তাতে কি বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়নি? বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্টের সফর সংক্ষিপ্ত করার ঘটনা কি সারা দুনিয়া জানেনি? অর্থমন্ত্রী মহোদয় পারলে সারা দুনিয়ার সংবাদমাধ্যমকে এবার গালাগালি দিয়ে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়ে একবার দেখান যে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি রক্ষার জন্য তিনি একাই যথেষ্ট।

বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্টের সফরটি নানা করণে তাৎপর্যবহ। ইরাক আক্রমণের অন্যতম পরিকল্পনাকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা উপ-সচিব এই উলফোবিৎজকে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট করার জন্য দ্বিতীয় দফায় নির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ যখন মনোনয়নের ঘোষণা দিলেন তখন সারা দুনিয়া জুড়ে আরো একবার প্রতিবাদের ঝড় উঠল। কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয়নি, যেমন হয়নি ইরাক আক্রমণের বিরুদ্ধে কোটি কোটি মানুষের প্রতিবাদ। শেষ পর্যন্ত ইউরোপের সমর্থনে মার্কিন প্রার্থী বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট হলেন। একই সঙ্গে আরো একবার অত্যন্ত জোরালোভাবে প্রমাণ হলো যে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরেক 'পররাষ্ট্র শাখা', যেখানে মার্কিন স্বার্থ বরাবরই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। জাতে পোলিশ-ইহুদি উলফোবিৎজ বিশ্বব্যাংকের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর এখন এই সংস্থার বিতর্কিত কর্মকান্ড যে আরো সম্প্রসারিত হবে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

উলফোবিৎজের বাংলাদেশ সফর অবশ্য দক্ষিণ এশিয়া সফরের অংশ হিসেবে সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশে আসার আগে তিনি পাকিস্তান ও ভারত সফর করেছেন। আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক প্রবণতা এখন যেদিকে প্রবাহিত হচ্ছে তাতে বিশ্বব্যাংক প্রধানের এই সফর শুধু রুটিন সফর হিসেবে দেখার কোনো উপায় নেই। বরং ১৭ আগস্টের বোমা বিস্ফোরণের পর বাংলাদেশের ওপর বিভিন্নভাবে আন্তর্জাতিক চাপ যে বাড়ছে ও বাড়বে তার প্রথমটিই আসছে এই বিশ্বব্যাংক থেকে। অর্থমন্ত্রী দেশের সাধারণ মানুষকে উল্টোপাল্টা বোঝাতে পারেন, সংবাদপত্রকে ধমক দিতে পারেন। কিন্তু বিশ্বব্যাংকের কথার অন্যথা করার কোনো ক্ষমতা তার নেই। মাঝে-মধ্যে তিনি অবশ্য হুংকার দেন, এসব দাতা সংস্থা ও দেশকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক না গলানোর বিষয়ে সতর্ক পর্যন্ত করে দেন। ব্যস, ঐ পর্যন্তই। বাস্তবে ঘটে উল্টোটা। যেটুকু উচ্চবাচ্য করেন, পরবর্তীতে তার চেয়ে নমনীয় ভাষায় কথা বলেন। তাছাড়া বিশ্বব্যাংক-আইএমএফকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানোতে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ যুগিয়েছেন খোদ অর্থমন্ত্রী। সামান্য কিছু সাহায্য পাওয়ার জন্য কঠিন শর্তের বেড়াজালে বন্দি করেছেন দেশকে, শর্ত পালনের জন্য 'দাসখত' দিয়েছেন।

সফর শেষে যাওয়ার প্রাক্কালে অবশ্য যথারীতি উপদেশ বিতরণ করে গেলেন পল যেখানে সুশাসন, দুর্নীতি ও সন্ত্রাস দমনে কথাই বলা হয়েছে, দেয়া হয়েছে হুশিয়ারি।

রাজস্বনীতি ও মুদ্রানীতির বৈসাদৃশ্য

জাতীয় বাজেট পাসের মাত্র দেড় মাসের মাথায় সরকার ৩,৩৫২টি কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী পণ্যের শুল্কহার কমিয়ে দিল। কাঁচামালের শুল্কহার ৭.৫% থেকে কমিয়ে ৬% এবং মধ্যবর্তী পণ্যের শুল্কহার ১৫% থেকে কমিয়ে ১৩% করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী দাবি করেছেন, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলসহ বিভিন্ন শিল্পপণ্যের দাম বেড়েছে এবং মুদ্রাবাজারে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান কমেছে বলে দেশী শিল্প পণ্যের উৎপাদন খরচ ও দাম বেড়েছে। এ কারণেই কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী পণ্যের আমদানি শুল্কহার কমানো হয়েছে। শুনলে একটি মহৎ উদ্দেশ্যই মনে হয়। বাস্তবতা বলে ভিন্ন কথা। বিশ্বব্যাংকের উন্নয়ন সহায়তা ঋণের তৃতীয় পর্যায়ে ৩০ কোটি ডলার পাওয়ার অন্যতম শর্ত হিসেবেই হঠাৎ শুল্কহার কমানো হয়েছে। তবে এই অর্থ ছাড় করতে যে আরো অনেকগুলো শর্ত পালন করতে হবে এবং তা বিপর্যয় আরো বাড়াবে সেদিকে অর্থমন্ত্রীর কোনো খেয়াল নেই।

কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী পণ্যের শুল্কহার কমানো উৎপাদন সহায়ক পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হলেও বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতায় এই পদক্ষেপের সুফল সুদূরপরাহত। বরং হঠাৎ করে শুল্কহার কমানোর ফলে যে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি অনুসরণ করা হচ্ছিল তার সঙ্গে আবারও বড় ধরনের বৈপরীত্য দেখা দিল। বিগত অর্থবছরে গড়ে আমদানি বেড়েছে ২০% হারে। এর ফলে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চাপ তৈরি হয়েছে, ডলারের সরবরাহ ঘাটতি দেখা দিয়েছে, যার জের এখনও চলছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে বাংলাদেশ ব্যাংক সংকোচনমূলক মুদ্রা নীতির আশ্রয় নিয়ে ব্যাংকের সুদের হার বাড়ানোর পরামর্শ দেয়, বাজারে অর্থ সরবরাহ কমিয়ে দেয়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে খুবই সীমিত পরিসরে ডলার বাজারে ছাড়ে, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ডলার ছাড়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলে এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নিজস্ব তহবিল বুঝে আমদানির ঋণপত্র খুলতে পরামর্শ দেয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এসব পদক্ষেপ তীব্র সমালোচনার মুখে পড়লেও অবস্থান থেকে পিছু না হটায় ৩০০ কোটি ডলারের রিজার্ভ নিয়ে অর্থবছর শেষ করা সম্ভব হয়। তবে নতুন অর্থবছরের শুরুতেই বর্ধিত

মূল্যে জ্বালানি তেল আমদানির জন্য বাড়তি ব্যয় ও নিয়মিত দেনা পরিশোধসহ বিদেশী বিনিয়োগকারীদের মুনাফা ডলারে নিজ দেশে প্রেরণের ফলে রিজার্ভ এখন নেমে এসেছে ২৮০ কোটি ডলারে। এই অবস্থায় বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য না কমে যখন আরো বাড়ছে এবং আসন্ন রমজান মাসকে সামনে রেখে বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের আমদানিও যখন বাড়ার দিকে যাচ্ছে, তখন স্বাভাবিকভাবেই ডলারের চাহিদা আরো বাড়বে যা ডলারের দাম বাড়াবে। এর ফলে, আমদানি পণ্যের দামও বাড়বে। কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী পণ্যের আমদানি শুল্ক কমিয়ে দেয়ায় এসব পণ্যের আমদানি প্রবণতা আরো বেড়ে যাবে, যা ডলারের চাহিদা আরো বাড়িয়ে সার্বিকভাবে রিজার্ভের ওপর নতুন করে চাপ সৃষ্টি করবে। কারণ, কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী পণ্য বলা হলেও এর অনেকগুলোই প্রস্তুত পণ্য, যা সরাসরি বাজারে বিক্রি করা যায়। আবার অনেকগুলো দেশীয় পণ্যকে বাড়তি প্রতিযোগিতার মুখে ফেলবে। বড় কথা এসব পণ্যের অনেকগুলোই অতোটা প্রয়োজনীয় নয়, যেমনটা বলা হচ্ছে। ধরা যাক কাজু বাদাম, খুবানি ও পিচফলের কথা। রমজানে উচ্চবিত্তদের রসনা বিলাসে বাড়তি আমোদ যোগাতেই এই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে কিনা ভেবে দেখা দরকার। আবার খেলাধলার পোশাক, চামড়ার দাস্তানা, ইলেকট্রিক মৌটর, ইলেকট্রিক জেনারেটর ও পেপার বোর্ডের আমদানিশুল্ক কমিয়ে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত এসব শিল্প-পণ্যকে নিরুৎসাহিতই করা হবে। একই ভাবে কাঠ, সিরামিক ইট, এসি মোটর আমদানিশুল্ক কমানোর মাধ্যমে তুলনামূলকভাবে বিলাস দ্রব্যের আমদানিকেই উৎসাহিত করা হচ্ছে। অথচ বাংলাদেশ গত কয়েক মাস ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছে ব্যাংকগুলো যেন এ ধরনের বিলাসী ও অপ্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানির জন্য ঋণপত্র না খোলে। অন্যদিকে সস্তায় আমদানি করা চীনা পণ্যে বাজার এখন সয়লাব। এর সঙ্গে এভাবে আমদানি শুল্ক হ্রাস করা হলে স্থানীয় শিল্পের উৎপাদন তো বাড়বেই না, সাধারণভাবে দামস্তরও কমবে না। কারণ, পণ্য উৎপাদন একটি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কম দামে আজকে কাঁচামাল কিনে কালকেই কমদামে পণ্য বাজারে আসবে তা অসম্ভব। তাছাড়া বাংলাদেশের বাজার ব্যবস্থা যেখানে অসংগঠিত, মুষ্টিমেয় প্রভাবশালী চক্রনির্ভর এবং চাঁদাবাজ পরিবেষ্টিত, সেখানে শুধু অর্থনৈতিক হাতিয়ার প্রয়োগ করে বেশিদূর যে যাওয়া সম্ভব হয় না তা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। ফলে, 'কার্যকর হস্তক্ষেপ' ছাড়া নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম কমানো বলতে গেলে বাস্তবতাবর্জিত।

এম সাইফুর রহমান

অর্থমন্ত্রী দেশের সাধারণ মানুষকে উল্টোপাল্টা বোঝাতে পারেন, সংবাদপত্রকে ধমক দিতে পারেন। কিন্তু বিশ্বব্যাংকের কথার অন্যথা করার কোনো ক্ষমতা তার নেই। মাঝে-মধ্যে তিনি অবশ্য হুংকার দেন, এসব দাতা সংস্থা ও দেশকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক না গলানোর বিষয়ে সতর্ক পর্যন্ত করে দেন। ব্যস, ঐ পর্যন্তই

মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতির বৈসাদৃশ্যের সর্বশেষ দৃষ্টান্ত আবার পাওয়া গেল গত সপ্তাহে যখন বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর আমানতের নির্ধারিত অংশ বাধ্যতামূলকাবে সংরক্ষণের হার বাড়িয়ে দিল। ১ অক্টোবর থেকে সিআরআর হবে ১৮% যা ছিল ১৬%। আর সিআরআর হবে ৫% যা ছিল ৪.৫%। এর পলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ প্রবাহ কমে আসবে যা মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সহায়তা করবে বরে ধারণা করছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

এভাবে মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতির বৈসাদৃশ্য ও সমন্বয়হীনতা অর্থনীতিকে ক্রমেই বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আর এটি ঘটছে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর প্রেসক্রিপশন গেলার কারণে। আইএমএফ চাপ দিচ্ছে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি অনুসরণ করতে, অন্যদিকে বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে চাপ তৈরি করছে আমদানি শুল্ক কমিয়ে বাজার উন্মুক্ত করে দিতে। বাংলাদেশের মতো দেশে যেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্বাধীন ও শক্তিশালী নয়, যেখানে মুদ্রানীতি প্রয়োগে ব্যাপক সীমাবদ্ধতা রয়েছে, সেখানে মুদ্রানীতির সঙ্গে সমন্বয় না করে দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে রাজস্বনীতি প্রয়োগ করা অদক্ষ ও অদূরদর্শী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনারই প্রতিফলন। শাসন ক্ষমতার মেয়াদ যতোই কমছে, সরকারের অদক্ষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ততোই বাড়ছে, বাড়ছে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা।

টিপ্পনি: বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে অর্থমন্ত্রণালয়ের দপ্তর নতুনভাবে মেরামত করা সম্পন্ন হয়েছে মাত্র। অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে বিশ্বব্যাংক -প্রেসিডেন্টের এই কার্যালয়ে সাক্ষাতের নির্ধারিত কর্মসূচি নাকি অলিখিতভাবে অর্থমন্ত্রীর 'নতুন কার্যালয় উদ্বোধন' কর্মসূচি ছিল। অর্থমন্ত্রীর শেষ আশা পূরণ হয়নি। সফর সংক্ষিপ্ত করায় সময় বাঁচাতে আগারগাঁওয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দপ্তরে তাঁদের বৈঠক হয়।

ঘরে বসেই পেতে পারেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিটি সংখ্যা

গ্রাহক হবার নিয়ম

গ্রাহক হার (বার্ষিক ৮০০ টাকা অথবা ষান্মাসিক ৪৫০ টাকা) ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে **'সাপ্তাহিক ২০০০'**-এর অনুকূলে যে কোনো ব্যাংক থেকে পাঠাতে পারেন। অথবা সাপ্তাহিক ২০০০-এর কার্যালয়ে নগদ পরিশোধ অথবা মানি অর্ডারের মাধ্যমে গ্রাহক হওয়া যেতে পারে। **মানি অর্ডার অথবা ডিডি** পাঠানোর ঠিকানা : *সার্কুলেশন ম্যানেজার, সাপ্তাহিক ২০০০ ৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।*

চেক গৃহীত হয় না। যে কোনো জায়গা থেকে প্রিয়জনকেও উপহার হিসেবে আপনি গ্রাহক করে দিতে পারেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিটি আকর্ষণীয় সংখ্যার।

সাপ্তাহিক ২০০০ অফিসে ফোন (৯৩৪৯৪৫৯) করেও আপনি গ্রাহক হতে পারেন।

ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান পুথিঘর লিঃ কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত, উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর জন্য অধ্যাপক গোলাম মোস্তফা প্রণীত **উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা সংকলন সহায়িকা** A+ প্রত্যাশী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উঁচু মানের একটি উৎকৃষ্ট বই। যাচাই করুন তারপর কিনুন।

পুথিঘর লিঃ ২২ প্যারীদাস রোড- ঢাকা